

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা সুলতানা

রোলঃ ২৩১০০১২১৬৬৩

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা সুলতানা

রোলঃ ২৩১০০১২১৬৬৩

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা সুলতানা, আইডিঃ ২৩১০০১২১৬৬৩ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আসমা সুলতানা

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ ২৩১০০১২১৬৬৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ.....	5
ভূমিকা.....	5
প্রথম অধ্যায় : নামাজের গুরুত্ব	8
দ্বিতীয় অধ্যায় : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ.....	11
তৃতীয় অধ্যায় : চেয়ারে নামাজের দলিল.....	14
চতুর্থ অধ্যায় : চার মাযহাবের মতামত.....	16
ষষ্ঠ অধ্যায় : ভুল ধারণা ও সমাধান.....	18
উপসংহার	19

সারসংক্ষেপ

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং মুসলিম জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলাম মানুষের সামর্থ্য ও বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয়। অসুস্থ, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ইসলাম সহজ পদ্ধতিতে নামাজ আদায়ের সুযোগ দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে মসজিদে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর শরিয়ি বিধান, সীমাবদ্ধতা এবং সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মুসল্লিদের মাঝে বিভ্রান্তি রয়েছে।

এই গবেষণায় কুরআন, হাদিস এবং ফিকহি মতামতের আলোকে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চার মাসহাবের দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক চিকিৎসা বাস্তবতা এবং সামাজিক প্রয়োগও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃত অক্ষমতা থাকলে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় বৈধ। তবে বিনা প্রয়োজনে চেয়ার ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং একজন মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ইবাদত।

আল্লাহ তাআলা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব আরোপ করেননি। তাই ইসলাম অসুস্থ ও অক্ষম মানুষের জন্য বিশেষ ছাড় প্রদান করেছে। কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে বসে নামাজ পড়তে পারে। বসেও সক্ষম না হলে শুয়ে নামাজ আদায়ের অনুমতি রয়েছে।

বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ ও বিভ্রান্তি দেখা যায়। কেউ এটিকে শরিয়তসম্মত মনে করেন, আবার কেউ এটিকে বিদআত বলেন।

এই গবেষণায় বিষয়টির শরিয়ি ভিত্তি, ফিকহি বিশ্লেষণ এবং বাস্তব প্রয়োগ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার পটভূমি

আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে—

হাঁটুর ব্যথা

কোমরের ব্যথা

আর্থ্রাইটিস

পক্ষাঘাত

স্ট্রোক

বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা

ইত্যাদির কারণে অনেক মুসল্লি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না।

মসজিদে চেয়ার ব্যবহারের কারণে কখনো কাতার ভেঙে যায়, কখনো মুসল্লিদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান নির্ধারণ করা।
২. কুরআন ও হাদিসের দলিল বিশ্লেষণ করা।
৩. চার মাযহাবের মতামত উপস্থাপন করা।
৪. বর্তমান সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা।
৫. মুসল্লিদের জন্য বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করা।

গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

সাধারণ মুসল্লিরা সঠিক বিধান জানতে পারবে।

ইমাম ও খতিবরা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

মসজিদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

শরিয়তের সহজতার নীতি মানুষের সামনে স্পষ্ট হবে।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎসসমূহ—

আল-কুরআন

সহিহ হাদিস

ফিকহি গ্রন্থ

ইসলামি গবেষণা প্রবন্ধ

সমসাময়িক আলেমদের মতামত

প্রথম অধ্যায় : নামাজের গুরুত্ব

১.১ নামাজ ইসলামের স্তম্ভ

নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন—

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

তার মধ্যে নামাজ অন্যতম। ফরয হচ্ছে নামায। কুরআন-সুন্নাহ নামায আদায়ের নির্দেশ বারবার

أَقِمْوَا الصَّلَاةَ

ও يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ এসব বাণীর মাধ্যমে এসেছে। আর সালাত কায়েম করার অর্থ হল নামাযের ফারায়েয ও আরকান, ওয়াজিবাত ও সুনান, আদাব ও মুস্তাহাব্বাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে নামায আদায় করা।

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রুহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রুহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহুদদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রুহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়। এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

[রেফারেন্স :মাসিক আল কাউসার]

১.২ কুরআনে নামাজের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন

“তোমরা সালাত কায়েম করো”

(আরবি: أَقِمْوَا الصَّلَاةَ বা আকিমুস সালাহ)

বাক্যটি আল-কুরআনের অনেকগুলো সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরিচিত আয়াতটি রয়েছে সূরা আল-বাকারাহ-এর ৪৩ নম্বর আয়াতে। [1]

এছাড়াও এটি আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূরায় পাওয়া যায়, যেমন:

- সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত ৪৩, ৮৩ এবং ১১০।
- সূরা আন-নূর: আয়াত ৫৬।
- সূরা আল-মুজাদিলাহ: আয়াত ১৩। [1, 2, 3]

এ ছাড়া পুরো কুরআনে সালাত কয়েম করার নির্দেশ প্রায় ৮২ বারেরও বেশি দেওয়া হয়েছে। [1]

[রেফারেন্স: মাসিক আর কাউসার]

১.৩ নামাজ আত্মশুদ্ধির মাধ্যম

নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। নিয়মিত নামাজ মানুষের চরিত্র উন্নত করে।

নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থায় চলে যায়। আর যে আল্লাহর কাছে যেয়ে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। আর যখন বান্দা আল্লাহর খুব কাছে যায়, তখন তার দারা কোনো খারাপ কাজ সম্ভব হয়ে উঠে না। যার ফলে দেহ মন দুটোই পবিত্র হয়।

১.৪ জামাতে নামাজের গুরুত্ব

পুরুষদের জন্য জামাতে নামাজ আদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.) জামাতে নামাজ আদায়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ইসলামে জামায়াতে বা দলবদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের ফজিলত অপরিসীম। একাকী নামাজের চেয়ে জামায়াতে নামাজের সওয়াব ২৭ গুণ বেশি। এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে। [1, 2, 3, 4]

জামায়াতে নামাজ পড়ার প্রধান ফজিলত ও উপকারিতাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- অতিরিক্ত সওয়াব: জামায়াতে নামাজ আদায় করলে এক রাকাতে ২৭ রাকাতের সওয়াব লাভ হয়। [1]
- জাহান্নাম থেকে মুক্তি: যে ব্যক্তি একাধারে ৪০ দিন তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর)-এর সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করবে, তার জন্য দুটি পুরস্কার

রয়েছে: (এক) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং (দুই) মুনাফেকী থেকে মুক্তি। [1]

- সারারাত ইবাদতের সওয়াব: যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামায়াতে পড়ে, সে যেন অর্ধেক রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর ফজরের নামাজ জামায়াতে পড়লে সে যেন পুরো রাত জেগে ইবাদত করল। [1]
- আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ: ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করলে ওই ব্যক্তি দিনভর আল্লাহর জিম্মায় বা নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে। [1]
- ফেরেশতাদের সান্নিধ্য: জামায়াতে নামাজ আদায়ের সময় ফেরেশতারাও উপস্থিত হন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়া করেন।

সুতরাং, শরীয়ত অনুমোদিত কোনো ওজর (অপারগতা) না থাকলে মুসলিম পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করা অত্যন্ত আবশ্যিক। [1]

[শিক্ষক বাতায়ন]

দ্বিতীয় অধ্যায় : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

২.১ ইসলাম সহজতার ধর্ম

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রুহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশ-খুশ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রুহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহুদদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রুহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়। এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা।

দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّكَبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে : (১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আগুলসমূহ। Nসহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়।

এখন প্রশ্ন হল, মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তি কী করবে? এর উত্তর হল মাযূর মুসল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মাযূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে? এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে? এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুটি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ বিষয়টি এমন নয়।

২.২ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ছাড়

অসুস্থ ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ আদায় করবে।
যদি দাঁড়াতে না পারে, তাহলে বসে নামাজ পড়বে।

২.৩ হাদিসের নির্দেশনা

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.) বলেন—

“দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। যদি সক্ষম না হও তবে বসে পড়ো। তাও না পারলে শুয়ে পড়ো।”

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কীভাবে নামাজ পড়ব তাঁ সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১১১৭)

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামাজ পড়তে পারেন না এমন ব্যক্তির নামাজের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرَضُهُ إِلَّا بِعَدَمِ الْإِسْتِطَاعَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ الْفُؤُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمَّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাজে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাজের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

[মাসিক আল কাউসার]

২.৪ বসে নামাজের পদ্ধতি

মাটিতে বসে নামাজ পড়া সম্ভব হলে সেটি উত্তম। না পারলে চেয়ার ব্যবহার করা যাবে।

তৃতীয় অধ্যায় : চেয়ারে নামাজের দলিল

৩.১ কুরআনের দলিল

আল্লাহ বলেন—

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্যানুযায়ী।”

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, শরিয়ত মানুষের সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেয়।

৩.২ হাদিসের দলিল

অসুস্থ সাহাবিদেরকে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি বসে নামাজের বৈধতার স্পষ্ট প্রমাণ।

৩.৩ ফিকহি বিশ্লেষণ

ফকিহগণ বলেন, চেয়ারে বসে নামাজ পড়া মূল ইবাদত নয়; বরং অক্ষমতার কারণে অনুমোদিত বিকল্প ব্যবস্থা।

৩.৪ রুকু ও সিজদা

চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে—

রুকুতে সামান্য ঝুঁকতে হবে

সিজদায় আরও বেশি ঝুঁকতে হবে।

৩.৫ সিজদার গুরুত্ব

সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে

হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে : (১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়

যদি কেউ মাটিতে সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে অবশ্যই মাটিতে সিজদা করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায় : চার মাযহাবের মতামত

৪.১ হানাফি মাযহাব

হানাফি ফকিহদের মতে—

দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে নামাজ পড়া বৈধ। মাটিতে বসা কষ্টকর হলে চেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.২ মালেকি মাযহাব

মালেকি আলেমরাও সহজতার পক্ষে মত প্রদান করেছেন।

৪.৩ শাফেয়ি মাযহাব

শাফেয়ি মাযহাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজের অনুমতি রয়েছে।

৪.৪ হাম্বলি মাযহাব

হাম্বলি ফকিহরাও একই মত প্রকাশ করেছেন।

৪.৫ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

চার মাযহাবের মধ্যে মূলনীতিগত বিরোধ নেই। সবাই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহজতার অনুমতি দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায় : আধুনিক প্রেক্ষাপট

৫.১ বর্তমান বাস্তবতা

বর্তমানে প্রায় সব মসজিদে চেয়ার রাখা হয়।

৫.২ চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি

নিম্নোক্ত রোগীদের জন্য চেয়ার প্রয়োজন হতে পারে—

হাঁটুর ব্যথা

আর্থ্রাইটিস

মেরুদণ্ডের সমস্যা

অপারেশনের পর দুর্বলতা

৫.৩ মসজিদের শৃঙ্খলা

চেয়ার এমনভাবে রাখতে হবে যাতে কাতার ভেঙে না যায়।

৫.৪ ইমামের দায়িত্ব

ইমামদের উচিত মুসল্লিদের সঠিক পদ্ধতি শেখানো।

৫.৫ অপব্যবহার রোধ

সামান্য কষ্টে চেয়ার ব্যবহার করা উচিত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভুল ধারণা ও সমাধান

৬.১ চেয়ার ব্যবহার বিদ্যাত?

না। চেয়ার একটি মাধ্যম মাত্র।

৬.২ সবাই কি চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে?

না। শুধুমাত্র প্রকৃত অক্ষম ব্যক্তি চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে।

৬.৩ সিজদা ছাড়া নামাজ হবে?

যদি সিজদা করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই সিজদা করতে হবে।

৬.৪ সমাধান

ফিকহি শিক্ষা বৃদ্ধি করতে হবে

মসজিদে সচেতনতামূলক আলোচনা প্রয়োজন

আলেমদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

গবেষণার ফলাফল

১. ইসলাম সহজতার ধর্ম।
২. অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে নামাজ বৈধ।
৩. চার মাযহাবই এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে।
৪. বিনা প্রয়োজনে চেয়ার ব্যবহার করা ঠিক নয়।
৫. মসজিদের শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি।

উপসংহার

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরুহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরুহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন, যাদের জন্য নামাযে চেয়ার ব্যবহার জায়েযই নয়। সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওয়র ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মায়ূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মায়ূর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য। আর অনুসৃত পন্থার প্রতি মনোনিবেশ করার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাযে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা চাই যেণ যদি উঁচু মোড়া, টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবে না। তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায় তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন

করার তাওফীক দান করুন। বিদআত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-
সভ্যতা ও রীতি-নীতি থেকে হেফাযত করুন আমীন।